তোমাকেই নির্দ্দেশ করেন ; যে তোমাতে কর্ম্ম অর্পণ করিলে ক্ষেত্রে বীজ-রোপনে ফলোৎপত্তির মত মুক্তিফল ফলিয়া থাকে। অতএব, তোমার ভয়নিবর্ত্তক চরণে বিশ্বস্তহৃদয় মহাপুরুষগণ অর্চ্চন-বন্দনাদি দ্বারা তোমার অভয় চরণ সেবা করিয়া থাকেন। মর্ত্তলোকে বহু সৌভাগ্যে মানবদেহধারী জীবগণের পক্ষে ইহাই অবশ্যকর্ত্তব্য। ১৭৮॥

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীকৃত ব্যাখ্যা, যথা—স্বকৃতপরেষু—হে নাথ! তোমা-কর্ত্তৃক রচিত পুরে অর্থাৎ দেহসমূহে বিদ্যমান তোমার পুরুষ জীবকে তোমারই অংশরূপে অর্থাৎ তদীয় অণুস্বরূপে "কৃত" অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রগণ বর্ণন করেন। তাহাতে "অখিল শক্তিমান তোমায়"—এইরূপ মূলে উল্লেখ থাকাতে এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় যে, অনন্ত শক্তিমান শ্রীভগবানের অখিল শক্তিগণমধ্যে জীব নামে তোমার তটস্থা শক্তি তোমারই অংশ।

কিন্তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ স্বরূপের অংশ জীব নহে। ইহাই "অখিলশক্তিধৃতঃ"—এই পদের তাৎপর্য্যার্থ। অতএব জীবসমূহ সূর্য্যের মুলমণ্ডলস্থানীয় তোমার আশ্রিত রশ্মি পরমাণুস্থানীয়, এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই—জীবস্বরূপে চৈতন্য হইয়াও আবেশে নিজেকে ত্রিগুণময় অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মুগ্ধ—এই প্রকার জড়ীয় অভিমান করে বলিয়া তাহাকে তটস্থা-শক্তি মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জীব কখনও স্বরূপের শক্তি নহে। কারণ যেটি স্বরূপের শক্তি, তাহার সর্ব্বদা স্বরূপের উন্মুখতা এবং স্বরূপেই তাহা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে ; এবং ঐ শক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ মায়াকে পরাভব করিয়া নিজ স্বরূপানন্দ অনুভবরসে নিমগ্ন থাকেন। জীব ঐ স্বরূপশক্তির অনুগ্রহেই মায়া অনুভব করিতে এবং ভগবৎস্বরূপানন্দ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" ভগবান্ চিচ্ছক্তি দ্বারা নিরসন করিয়া নিজ স্বরূপানন্দে নিত্য বিদ্যমান আছেন। শ্রীভগবদ্গীতাও—বলেন—"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ নাশয়াম্যাত্ম ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা"। হে অর্জ্জুন! যাহারা একান্তভাবে আমার চরণে শরণাগত, আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিরূপাধি জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি। ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণে শ্রীভগবান্ যে স্বরূপশক্তি দ্বারা জীবের অজ্ঞান-তম বিনাশ করেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। জীব যদি স্বরূপের